17

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

9

পরীক্ষায় নকল

পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলা হয়েছে, নকল বন্ধের জন্য বহু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, কিন্তু নকল প্রবণতা কমেনি। এবারের এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনেই ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডে নকল করার অভিযোগে ২২৭১ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকলবাজি পুরাপুরি বহাল থাকারই প্রমাণ এই ঘটনা। অসাধু উপায়ে পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার জন্য এখনও বহু ছাত্রছাত্রীই ইচ্ছুক ও সচেষ্ট।

বেশ কিছুকাল থেকেই নকলবাজির কারণে পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি পাবলিক এগজামিনেশনেই নকল হয়। তবে এসএসসি–এইচএসসিতেই নকলের বহরটা বেশি। বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী নকলে লিপ্ত হয়। তাদের সাহায্য করে অনেকেই। এমন কি কোন কোন শিক্ষক আর পরীক্ষা পরিদর্শকগণও। প্রশ্নপত্র ফাঁস, গণটোকাটুকি, খাতা বদল, সিক বেডে পরীক্ষা, ফলে হেরফের ইত্যাদি সবকিছুতেই লিপ্ত বিভিন্ন স্তরের লোক। তাদের অপকর্মের ফলে পরীক্ষা নামক ব্যাপারটাই কেবল অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়েনি, শিক্ষারও সর্বনাশ ঘটছে। নকলের মাধ্যমে অনেকে পাস করছে বলে শিক্ষামানের অবনতি ঘটছে। সত্যিকার ভাল ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বহু খারাপ ছাত্র নকলবাজির কল্যাণে ভাল ফল করছে, নিচে ফেলে দিচ্ছে মেধাবী ছাত্রদের। শিক্ষাঙ্গনে বহু সমস্যার উৎস নকলবাজি। এই অপরাধকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে উচ্ছৃংখলতা বাড়ছে। নিগৃহীত হচ্ছেন কোন কোন শিক্ষক। নকল প্রবণতা ঘুন পোকার মত কুরে কুরে নয়, রাঘব বোয়ালের মত এক হাঁতেই শিক্ষা ব্যবস্থার অনেকখানি গিলে ফেলছে।

সমাজের সচেতন অংশ ও সরকার নকল প্রবণতায় বিশেষ উদ্বিগ্ন। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। সরকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নকল প্রবণতা রোধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন। নকলকারী ছাত্রছাত্রী এবং নকলে সহায়তাকারী ব্যক্তি ও স্কুল–কলেজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার, এতে আজও খুব বেশি সুফল পাওয়া যায়নি। নকলের ব্যাপকতা কমেনি। এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রী, মাদ্রাসার পরীক্ষা সবগুলোতেই প্রতি বছর বহু নকলবাজ ধরা পড়ছে এবং অনেকের বিরুদ্ধে নেয়া হচ্ছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। এবারের এসএসসি পরীক্ষাও ব্যতিক্রম নয়। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত। শুধু ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম দিনেই বহিষ্কৃত হয়েছে বাইশ শ'র বেশি পরীক্ষার্থী। প্রতিদিনের পরীক্ষাতেই অনেক নকলকারী বহিষ্কৃত হচ্ছে।

শিক্ষাকে কলুষমুক্ত করা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নকলের মূলোৎপাটন কেবল অত্যাবশ্যকই নয়, একান্ত জরুরীও। এর জন্য শিক্ষা ও স্কুল–কলেজ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক সমাজ, ছাত্র–ছাত্রী, জনসাধারণ সবারই সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। শিক্ষায়তনে নিয়মিত অধ্যয়ন–অধ্যাপনা হতে হবে। ক্লাসে প্রমোশন এবং পরীক্ষার্থী বাছাই হতে হবে সম্পূর্ণ মেধাভিত্তিক। পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার নকল রোধে অনেকখানি সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বা নাতে অথবা প্রদত্ত সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে নকল প্রবণতা কমবে।

দেশের শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সঠিক মূল্যায়ন হতে হবে। নকল বন্ধের উপরই এটা নির্ভরশীল।